Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 109–117
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্প : লোকজ উপাদান

উজ্জ্বল মিশ্র
সহ শিক্ষক
কিশোরনগর শচীন্দ্র শিক্ষাসদন, কাঁথি
ই-মেইল: ujjwalmishraa1947@gmail.com

Keyword
লোকজ উপাদান, ভূমিসূত্র, অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু', ভগবান-নকুলদানা, জার্সি গরুর উল্টো বাচ্চা, পঞ্চাশটি গল্প, সব গল্প মেয়েদের, স্বনির্বাচিত স্বপ্নময়

Abstract

Discussion
সত্তরের দশকের বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তী একটি অতি পরিচিত নাম। রসায়নে স্নাতক স্বপ্নময়ের সাহিত্য জীবনের শুরু কবিতায়, স্কুল ম্যাগাজিনে, পরে 'নন্দন' ও অন্যান্য ছোট পত্রিকায়। ১৯৬৯ সাল থেকে গল্প লেখার সূচনা। 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকায় পরপর প্রকাশিত হয় 'আলো জ্বালাবার গল্প' এবং 'যোজন বিস্তৃত', তারপর 'অমৃত' পত্রিকায় 'বাঁধানো দাঁত'। তবে নিয়ম করে অধিক লেখালেখি শুরু হয় ১৯৭৮ সাল থেকে। দীর্ঘ ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে লিখিত তাঁর ছোটগল্পগুলিতে পরিদৃষ্ট হয় আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলির অস্তিত্ব সংকট, যন্ত্রবাদ এবং মানবজীবন। এর পাশাপাশি যে বিষয়টি অতি আকর্ষণীয়, তা হল শিষ্ট সাহিত্যের মধ্যে লোকজ উপাদানের উপস্থিতি।

তাঁর লেখা গল্পের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ ছাড়িয়েছে, যেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রায় প্রতিটিতেই পরিদৃষ্ট হয় লোকজ উপাদান। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল – 'ভূমিসূত্র'(১৯৮২), 'অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু'(১৯৮৮), 'ভিডিও-ভগবান-নকুলদানা'(১৯৯২), 'জার্সি গরুর উল্টো বাচ্চা'(১৯৯৪), 'পঞ্চাশটি গল্প'(২০০৬), 'সব গল্প মেয়েদের'(১৪২৪, মাঘ), 'স্বনির্বাচিত স্বপ্নময়'(২০১৪), 'গরু গম্ভীর গরুতর'(২০১৯) ইত্যাদি। গল্পকার স্বপ্নময় সিরিয়াস সাহিত্য রচনা করতে বসে যেভাবে লোকজ উপাদানগুলির ব্যবহার করেছেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।

সভ্যতার ঊষালগ্নেই সংস্কৃতির সৃষ্টি আর এর মুখ্য উপাদান হচ্ছে লোকজ জীবনাচরণ বা লোকসংস্কৃতি। বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন,

> *"লোকসংস্কৃতিকে যদি genus বলি, তবে 'লোকসাহিত্য' হল specie's।"*[১]

'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'Folklore' অধিক গ্রহণীয়। বরুণ চক্রবর্তী বলেছেন,

> *"একই রূপ ভৌগলিক, সামজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক পরিবেশে বিশেষ বিশেষ এক জনগোষ্ঠী যে আচার, আচরণ, জীবনচর্চা, সাহিত্য, শিল্প ও ললিতকলা ইত্যাদির ঐতিহ্যানুসারী অনুশীলনে স্বাভাবিক পারঙ্গমতা অর্জন করে, তার আলোচনা, বিচার, সংরক্ষণ, চর্চা প্রভৃতিই 'লোকসংস্কৃতি' বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত।"*[২]

এর মধ্যে রয়েছে লোকবিশ্বাস, লোকশিল্প, লোকাচার, লোকউৎসব, লোকনৃত্য, লোকধর্ম, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য, লোকবাদ্য, লোকযান, ইত্যাদি। গল্পকার স্বপ্নময় তাঁর গল্পে সমাজের অতিসাধারণ নরনারীর জীবন সমস্যার কথা তুলে ধরতে গিয়ে লোকসংস্কৃতির নানা আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন।

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, নলিনী বেরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসে যেমন লোকজ উপাদানগুলিকে সুচারুভাবে ব্যবহার করেছেন, স্বপ্নময় চক্রবর্তীও ঠিক তেমনই, তাঁদের গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমি বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সুন্দরবন, বেলদা, শালবনী, বেলাপাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম, উড়িষ্যার প্রান্তদেশ ঘেঁষা হলেও যেমন দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রমনের ইঙ্গিত মেলে, তেমনি স্বপ্নময়ের গল্পগুলিও দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে পাঠককে অন্যলোকে নিয়ে যায়, যদিও স্বপ্নময়ের স্বতন্ত্রতা রয়েছে। তাঁর গল্পে আমরা তাই দেখি কোথাও রয়েছে লোকবিশ্বাস, কোথাও লোকপুরাণ, কোথাও দেবীর স্তবগান, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোকভাষা ইত্যাদি।

স্বপ্নময়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ভূমিসূত্র'র 'কল' গল্পে রয়েছে 'মনসার পালাগান'-

"কেলে যারে তুই চম্পাই নগর
দংশি এসো গো বালা লখিন্দর
যেতে লারব লারব চম্পাই নগর
চম্পাই নগরে আছে লোহারই বাসর... ।"[৩]

এ যেন স্বপ্নময়ের কলমে লেখা মনসামঙ্গল কাব্য। বাউরি পাড়া থেকে ভেসে আসা এই গান মাইন্দার সুবলের যেন মনের প্রতিশোধস্পৃহাকে তীব্র করে তোলে। বুড়ো লগন দাসের কাছে সে শুনেছে বাবুরাই বিষ খাইয়ে বলদ জোড়াকে মেরে তার বাপকে মাইন্দার বানিয়েছিল। অক্ষম, অসহায় সুবল যেন তারই প্রতিশোধ নিতে চায়। আবার 'নকশি কাঁথার মাঠ' গল্পে সন্নিবেশিত হয়েছে মঙ্গলচণ্ডীর স্তব-

"মঙ্গল চণ্ডিকা তুমি অমঙ্গল হর
মোর প্রতি শুভঙ্করী শুভদৃষ্টি কর।"[৪]

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের খুল্লনা যেমন নিজের ও পরিবারের মঙ্গল কামনায় দেবী চণ্ডীর পূজা করেছিলেন, তেমনি আলোচ্য গল্পে জগার বউকে তার বিপদ থেকে উদ্ধার করতে স্বপ্নময় চণ্ডীর স্তবগান করিয়েছেন। জগার বউ এই মঙ্গলচণ্ডীর স্তবেই তার একমাত্র নির্ভরতা খুঁজে পেতে চেয়েছে।

'শনি' গল্পের সূচনা হয়েছে শনি দেবতার স্তবগান দিয়ে –

"শনিবার পড়িলে দৃষ্টি শান্তি নাহি তার।
শনীশ্বর কোপে হয় বৈগুন্য অপার।।
যদি করে শনি পূজা প্রতি শনিবারে।
যা কিছু দুঃখ-কষ্ট শনিদেব হরে।।"[৫]

নিঃসন্তান তাজুদ্দিন মুসলিম হয়েও সন্তান লাভের আশায় বিপ্রদাসবাবুর বাড়ির শনিদেবতার কাছে পূজা দেয়। এখানে স্বপ্নময় জাত-ধর্ম নয়, ভক্তি এবং বিশ্বাসই যে আসল কথা, তা বুঝিয়েছেন। 'দুলালচাঁদ' গল্পে রয়েছে 'চৈতন্য' বন্দনা –

"অদ্যাবধি নিত্যলীলা করে গোরা রায়,
ভাগ্যবান সেই যেই দেখিবারে পায়।"[৬]

সতীমায়ের থানে ময়নামতী এই বন্দনা শুনছিল। এছাড়া 'রত্নাকরের পাপের ভাগ' গল্পে রয়েছে দস্যু-রত্নাকরের উপাখ্যান; 'নারী হওয়া' গল্পে আছে 'মা ষষ্ঠীর বন্দনা', 'হনুমান', 'দর্পচূর্ণ পালা' গল্পে রয়েছে 'রাম-লক্ষ্মণ' প্রসঙ্গ ইত্যাদি।
স্বপ্নময়ের বহু গল্পে লোকপুরাণ প্রসঙ্গ রয়েছে। বরুণ কুমার চক্রবর্তীর মতে,

> *"বিশ্বচরাচরের অসংখ্য বিষয়ের প্রকৃত উপলক্ষ সম্পর্কে আদিমকাল থেকেই মানুষ নান ধরণের সংস্কার ও বিশ্বাস মণ্ডিত যে সব ব্যাখ্যা কল্পনা করে এসেছে, সেগুলিই কাহিনীর রূপে সংগঠিত হয়ে লোকপুরাণে পরিনতি পেয়েছে।"*[৭]

এই পুরাণ কাহিনীগুলোতে দেবতাই প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, আর যেখানে দেবতা নেই, সেখানে এক ধরণের ধর্মীয় মাহাত্ম্য কল্পনা করা হয়েছে। 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু' গল্পে মাতঙ্গীর রাজবাড়ীর নাটমন্দিরের পূজামণ্ডপে সিংহবাহিনী

দুর্গামূর্তির পূজা অনুষ্ঠানের সময়ে প্রতি বছর বংশ পরম্পরা অভিরাম বাগদীরা কীভাবে দেবীর কাছে বুকের রক্ত দেয়, সে প্রসঙ্গে লোকশ্রুতি ও পুরাণ নির্ভরতা চোখে পড়ে।

'সুখীরাম' গল্পে রংকিনী মায়ের মাহাত্ম্য কথার মধ্যে পুরাণ নির্ভরতা রয়েছে। রংকিনী মায়ের চারবোন চার থানে থাকে – এই চারজন হলেন রংকিনী মা, তারিনী মা, কেঁড়া মা এবং আকর্ষণী। মকরের দিন তাঁরা চারবোন এসে পাহাড়ে মিলিত হন, ঝুমুর গান করেন, বাজনা বাজান– এটাই লোকবিশ্বাস। এছাড়া এইদিনে ভক্তরা যা চান, মা তা সব উজাড় করে দেন।

'দুলালচাঁদ' গল্পে দেখানো হয়েছে দুলালচাঁদের জন্ম মাহাত্ম্যের কথা। শ্রীচৈতন্য যখন তাঁর নবধর্ম বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অভিপ্রায়ে পাগলবেশে ঘোষপাড়া গ্রামে আসেন, তখন তিনি পরিচিত হয়েছিলেন আউলচাঁদ নামে, অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকেন। শ্রীরামশরণ হয়েছিলেন প্রথম শিষ্য *'শ্রীরামশরণ তার শিষ্য আগে হয়/ সবাকার মন তিনি করিলেন জয়।'*[৮] ভক্তিমতি শক্তিময়ী সতীমাতা রামশরণের অর্ধাঙ্গিনী হন। এরপর সতীমাতা যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তখনই তাঁর প্রচার প্রতি ঘরে ঘরে হয়। তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছেন শ্রীদুলালচাঁদ, যিনি চৈতন্যের অংশস্বরুপ বলে মানুষের বিশ্বাস। আবার 'গ্রামপ্রধানের ছেলে' গল্পে নমপেনের আদিবাসী চরিত্র লিং- এর কাহিনী পাঠক মনকে বেদনার্দ্র করে। কিন্তু লিং এর মৃত্যুর পিছনে ছিল লোকবিশ্বাস। গাছের কোটরে হাত দিয়ে কাঠবেড়ালি ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে লিং-এর মৃত্যু ঘটে। পাঠক প্রথমে ভাববেন যে, বোধহয় আদিবাসী লিং কাঠবেড়ালি ধরতে গাছের কোটরে হাত ঢুকিয়েছিল নিজের উদর পূর্তির উদ্দেশ্যে, কিন্তু গল্পের শেষে জানা যায়, সে কাঠবেড়ালি গুলো নিজে খাবে বলে ধরেনি, তাদের বিশ্বাস গর্ভবতী মা'কে কাঠবেড়ালি খাওয়ালে তার সন্তানেরা কাঠবেড়ালির মতোই গাছ বাইতে শিখবে, যেহেতু তাদের ডাবগাছে উঠে দিন কাটে। তার মা ছিল গর্ভবতী।

'ঝড়ের পাতা' গল্পে মুসলমান স্বামীর হিন্দু স্ত্রী আদু মুসলিম রীতিনীতি সম্পূর্ণ না মেনে চললেও কিছুটা মেনে চলে। সে দিনে তিনবার 'আছলাম আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা' করে, বলার আগে অজু করে নেয় পাকপানিতে ও জমজমা দীঘির পানি গায়ে ছিটিয়ে নেয়। জমজমা দীঘিটা বেশ বড় দীঘি। কে কবে হজ করতে গিয়ে কাবা থেকে এক ঘড়া জমজমা কুয়োর পানি নিয়ে আসে এবং ওই পুকুরে ফেলে দেয়। সেই থেকে ওই পুকুরের পানি পবিত্র হয়ে গেছে বলে ওদের বিশ্বাস। আবার এই গল্পে পিটাইপীরকে নিয়ে যে গল্প রয়েছে, তাতেও রয়েছে লোকবিশ্বাস।

'ডাকিনিতন্ত্র' গল্পে রয়েছে কে ডাইনি যেটা নিশ্চিন্ত করার জন্য কোন জলাশয়ের ধারে গাঁয়ের প্রতি পরিবারের নাম করে একটা করে কুসুম গাছের ডাল পোঁতা হয়। প্রতি ডালে তেল সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। তারপর চাল ছড়িয়ে মন্ত্র পড়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা হয় কোন ডালের পাতা শুকিয়ে গেছে। সেই শুকনো হয়ে যাওয়া ডালটা যে পরিবারের নামে পোঁতা হয়েছিল, সেই পরিবারে ডাইনি থাকে বলে লোকবিশ্বাস। আবার পরেশবাবু সুকদেব সিংকে মারাং বুরুর একটা কাহিনী শুনিয়ে জানিয়েছে কবে থেকে এবং কিভাবে নারী ডাকিনীদের বিরুদ্ধে পুরুষ জানবিদ্যা 'অ্যাপ্লাই' করছে। এ সবের মূলে রয়েছে ও অঞ্চলের লোকসংস্কার ও বিশ্বাস। 'চক্ষুদান' গল্পে যদু চিত্রকর মৃত সাধু হাঁসদার বাড়ি গিয়েছিল যমরাজার ছবি ও চক্ষুদান পট নিয়ে তার এবং ঐ অঞ্চলের অন্যান্যদের বিশ্বাস সাধুর বাড়িতে গিয়ে যদু পটে চোখ আঁকলে মরা সাধুর মুক্তি হবে।

স্বপ্নময় তাঁর গল্পে বহু লোকগান, আধুনিক গান ও প্যারোডির ব্যবহার ঘটিয়েছেন। 'লোকগান' এক অর্থে লোকজীবনের গানকে বোঝায়। বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন, *"এর উৎস গ্রামের জল, মাটি, হাওয়া।"*[৯] জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং প্রত্যাশা পূরণেই এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট। এ প্রসঙ্গে স্বপ্নময়ের 'রক্ত', 'লেলিন', 'নকশি কাঁথার মাঠ', 'ক্ষমা চাইছি', 'দর্পচূর্ণ', 'ঝড়ের পাতা', 'কার্ত্তিক', 'কল', 'রাধাকৃষ্ণ', 'সুখীরাম', প্রভৃতি গল্পের নাম করা যেতে পারে। 'রক্ত' গল্পে পাঁচুর কণ্ঠে রয়েছে লোকগান-

"আপনা দিল
পন্দে মারো চিল
পন্দে হলো ঘা
ডাক্তার বাড়ি যা... ।"[১০]

আবার 'সুখীরাম' গল্পে 'বাহারকুটিয়া' গ্রামের লোকসংস্কৃতি বর্ণনার পাশাপাশি স্বপ্নময় ঝুমুর গান, টুসুগান সার্থকভাবে চরিত্রগুলির মুখে বসিয়েছেন। গল্পের চরিত্র নয়নচাঁদ গেয়েছে তার স্বরচিত ঝুমুর –

"সুখ রয়েছে মাল গিলাসে
সুখ রয়েছে বোঁদার মাসে
বলি চন্দ্রাবলী কিষ্টো লিবি আয়... ।" [১১]

মেয়ের দলও মকরের দিনে নতুন টুসু গান ধরে –

"হামার টুসু এই মকরে
সিলিক শাড়ি পিনিছে
স্বয়ম্ভরের ছাগল বিকে
হাজার টাকা পেয়েছে।" [১২]

এই গল্পে আরও একটা লোকগান হলো –

"মারাং মা, বড়কা মা
বোড়াম।
বিলাল বিত্‌তা টুয়া লাগা
বোড়াম... ।" [১৩]

আধুনিক কবি বা গীতিকারদের লেখা কবিতা বা গানকে সুরের ছটায় লোকভাষার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করাও স্বপ্নময়ের একটি স্বতন্ত্র প্রতিভা। 'সুখীরাম' গল্পে এমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে-

"মরইতে চাহিনা আমি সোন্দর ভুবনে।" [১৪]
"এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমুন হত বল তো।" [১৫]
"হামার ছাগল-জীবন যে রইল পতিত
আবাদ কইরলে... " [১৬]
"জীবন, জীবন রে।
তুই ছেইড়ে পলাইলে বল সোহাগ করব কারে।" [১৭] ইত্যাদি

'কল' গল্পে বুড়ো লগন দাস খাসির 'নাই ভুটুরি'-র সাথে মদের নেশা করে, নেশা করে অন্যান্যরা ও মুরাই দাস। আর নেশার ঝোঁকে মুরাই গেয়ে ওঠে –

"ওরে ফের শুতে যাস যদি তু পর মরদের ঘর,
তোর পাছাতে নোহার সেঁকা জেনে লে খবর।" [১৮]

'কার্ত্তিক' গল্পে রয়েছে কবিগানের ব্যবহার,

"বলে বাঁধতে নারি কলির নারী সিনেমাতে যায়,
গালে মাখে পাউডার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায়।" [১৯]

শুধু লোকগান নয়, কখনো রবীন্দ্র সংগীত, কখনো লতা মঙ্গেশকরের গান, কখনো আশা ভোঁশলে, ভুপেন হাজরিকা, নানা হিন্দিগান, কখনো গানের প্যারোডিও গল্পগুলিতে রয়েছে। যেমন – 'দর্পচূর্ণ পালা' গল্পে সূর্পনখার কণ্ঠে 'না যেওনা রজনী এখনো বাকি' গানের প্যারোডি শোনা যায় এইভাবে –

"না যেয়োনা, মালা যে রয়েছে বাকি
রাম নামে দিওনা ফাঁকি
এখনও যে পালা বাকি
না যেয়ো না... ।" [২০]

স্বপ্নময় তাঁর বেশ কিছু গল্পে পাঠক মনে চমক দিতে হেঁয়ালি বা ধাঁধার ব্যবহার করেছেন, যেগুলির ব্যবহার অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। আধুনিক গল্পকারদের মধ্যে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে এভাবে ব্যবহার করা খুবই কম চোখে পড়ে। গল্পের মধ্যে সাধারণ 'লোক' তাদের জীবন অভিজ্ঞতাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে ধাঁধার মধ্য দিয়ে। এই *'ধাঁধা শুধু*

ধন্দ লাগায় না, দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি করে।[২১] 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু' গল্পে উদ্ভিদ ও লতাপাতা সংক্রান্ত যে ধাঁধাটি রয়েছে, তা হল –

"এই মাত্র হঠাৎ একটা কথা শোনা গেল,
ঐ মেয়েটার বগল থেকে ছেলে বেরিয়ে এল।" [২২] *(কলাগাছ)*

আবার এই একই গল্পে আর একটি ধাঁধা রয়েছে, তা গল্পটির ব্যঞ্জনা বুঝিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পে যেমনভাবে একটিমাত্র ধাঁধাই গল্পটিকে ক্রমঅগ্রসরমান হতে সাহায্য করেছে, এ যেন ঠিক তেমনই। পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ বিষয়ক ধাঁধাটি হল –

"অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু
মাছ ধরিতে যায় লাটু
শুকনো ভূমে পাতে জাল
মাছ ধরে সে চিরকাল।" [২৩] *(মাকড়শা)*

এর মধ্যেই রয়েছে গল্পের ভাববস্তু। অভিরাম কিংবা পবনদের মতো পোকা মাকড়দের অখণ্ডনীয় বিধিলিপি হলো সমাজের ক্ষমতাশালী, বিত্তবান মানুষদের মাকড়শার জালে আটকে পড়া। 'সামন্ততান্ত্রিক দম্ভস্ফীত সিংহবংশের কবল থেকে তাই মনীষা যতই পবনকে মুক্ত করে আনুক, তাকে পড়তেই হয় আর এক মাকড়শার জালে, ডাঃ সেনগুপ্তের মতো শিক্ষিত শহুরে মানুষদের খপ্পরে।' তাঁর 'এ জীবন লইয়া কী করিব?' গল্পেও রয়েছে একটি ধাঁধা। -

"তুই থাকিস জলে আর আমি থাকি ডালে,
মোর সাথে দেখা হল মরনের কালে।" [২৪]

'শনি' গল্পে রয়েছে-

"মুখ নাই, বাঁট নাই আজব এক গরু,
বালতি গোয়ালা কিছুই নাই,
কর দুধ দোয়ানো শুরু।" [২৫] *(পাউডার মিল্ক)*

প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারার ব্যবহারও রয়েছে অনেক গল্পে। 'চারণক্ষেত্র' গল্পে রয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বাণী 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', যা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। 'ঢোঁড়া উপাখ্যান' গল্পে রয়েছে দুটি প্রবাদ –

"বোবায় বল্ল – কালায় শুনল
বাঁজা নারীর ছেল্যা হল।" [২৬]
"আগে হাঁটনী, পাঁঠা কাটনী, মাটি নিরোয়,
পোয়াতির ধাই, এসব কম্মের যশ নাই।" [২৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় লিখেছিলেন 'পতির পুন্যে সতীর পুন্য...।' এটি আজকে প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। দালালি করে উপার্জিত অর্থ পুন্য অর্জনের জন্য শ্রীবৃন্দাবন ঘুরে আসার পরিকল্পনা প্রকাশের পর স্ত্রীও বায়না ধরে সঙ্গে যাওয়ার। কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করা হল এই বলে 'পতির পুন্য হলে সতীর পুন্য হবে।' এই প্রবাদ বাক্যটিকে স্বপ্নময় 'ঝড়ের পাতা' গল্পে ব্যবহার করেলেন একটু অন্যভাবে। পিটাই পীরের কাছে যাওয়ার সময় আদু যখন সিঁথিতে সিঁদুর দিতে থাকে, তখনই বলা হয়েছে *'সতীর পুন্যে পতির পুন্য।*[২৮] 'বিমলা সুন্দরীর উপাখ্যান' গল্পে একটি দারুন প্রবাদ বাক্য রয়েছে –

"যার যেমন কামনা
তেমনি ঢাকী বাজায়না।" [২৯]

বিমলার দিদির মৃত্যুর পর মিলিটারি ছেলে যখন পশ্চিম থেকে এল, তখন বিমলা ভেবেছিল বোনপো ওকে ওর কাছে নিয়ে যাবে। ওর বৌ-এর হাতে পানসাজা খাবে বিমলা, ওর ছেলেকে নিয়ে ঘুম পাড়াবে, কিন্তু বোনপো মাসিকে অন্য ব্যবস্থা দেখতে বলে। এমন প্রসঙ্গেই উক্ত প্রবচনের পরিকল্পনা। আবার 'লজ্জামুঠি' গল্পে রয়েছে একটি প্রবচন –

"পুকুরে নায় পাপী তাপী গঙ্গা নায় চোর,
কলের জলে চান করে তার বহু পুন্যের জোর।" [৩০]

'শকুন' গল্পে আলোমানির ভাবনায় রয়েছে দুটি বচন, যার মধ্য দিয়ে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় মেলে –

"দণ্ডে দণ্ডে ভিজায়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।" [৩১]

'শালগেরাম চিবিয়ে খেনু, চালতা আছে বাকি।" [৩২]

স্বপ্নময়ের অনেক গল্পে ছড়ার ব্যবহার রয়েছে সুন্দরভাবে। যেমন আনুষ্ঠানিক ছড়া রয়েছে, তেমনি অনানুষ্ঠানিক ছড়ারও পরিচয় মেলে। মা মনসা কিভাবে ঢোঁড়াকে লখীন্দরের বাসরঘরে পাঠিয়েছিলেন, তা একটি ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন স্বপ্নময়, -

"আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢোঁড়া গাং পার হয়
গংগা দেবী সে সময় কৌশল করায়
সিরজিলেন মায়া মৎস ঢোঁড়ার সম্মুখে
মাছের ঝাঁক দেখ্যে ঢোঁড়ার নোলা আসে মুখে।" [৩৩]

'মানুষ কিংবা কোলবালিশ' গল্পে রয়েছে –

"তারাদাস যায়
জারির জুতা পায়
একশো টাকার জামা জোড়া
তারাদাসের গায়
মন্দা মন্দা বাতাস লাগে
সোনামণির পায়।" [৩৪]

এছাড়া কিছু কিছু গল্পে রয়েছে যাদুশক্তি সমন্বিত পদ্যের আঙ্গিকে রচিত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র। 'ডাকিনিতন্ত্র' গল্পে রয়েছে তার উল্লেখ। জানগুরুর কাছে যাওয়ার সময় নাকি সরষের তেল নিয়ে যেতে হয়। জানগুরু দুটি শালপাতাতে তেল মাখায় আর মন্ত্র পড়ে –

"তেল তেল রায়ে তেল
মাম তেল, কুসুম তেল
ই তেল পড় হায়েতে
কী উঠো, জান উঠো, ভূত উঠো, ফুসিন উঠো, বিষ উঠো,
কে পড়হে, গুরু পড়ছে, গুরু আগতা মন্ত্র পড়হে।" [৩৫]

'ইতিহাস কথা' গল্পে রয়েছে –

"আপঃ পুনস্থিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণু ঋষির নষ্টুপ
ছন্দঃ অপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।" [৩৬]

'শনি' গল্পে রয়েছে 'ছয়েতনামা'র উল্লেখ ও তাবিজ ঝোলাবার বয়ান –

"একমাস গর্ভ হইলে মায়ের উদর
তার মাঝে জন্ম লয় এক মনোহর
হাড়ে চামে হৃদপিঞ্জর ছাড়া হয়
দুই মাস গত হইলে মাথা জন্ম লয়।" [৩৭] *(ছয়েতনামা)*

"শাহা সোলেমান নবী বুঝিবা কাজের খুবি
পুছে সাতঙা দোয়ের সমাচার।" [৩৮] *(তাবিজ ঝোলাবার বয়ান)*

গল্পে লোকদেবতার মারাং বুবু, জাজম বঁগা, ছিপাড়ি বঁগা, রংকিনী দেবী, তারিণী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এছাড়া প্রচুর পরিমাণে লোকশব্দের পরিচয় মেলে। যেমন– 'মেরম'(ছাগল), 'বাহা' (ফুল), কুটরি (ঘর) ইত্যাদি। আবার জানবিদ্যা, মানত, নজরলাগা, বলিপ্রথা, ডাইনিবিদ্যা- এগুলির বর্ণনা রয়েছে কিছু কিছু গল্পে; রয়েছে রসি তৈরি, হাড়ি তৈরিরও বর্ণনা, যেগুলি লোকশিল্পের অর্ন্তগত। এছাড়া রয়েছে লোকভাষা। স্বপ্নময় আঞ্চলিক গল্পকার নন, কিন্তু কোনো ঘটনা বা

কাহিনীকে অঞ্চল সমৃদ্ধ করতে তিনি ওই অঞ্চলের মানুষদের মুখে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার করেছেন। যেমন – 'সুখীরাম' গল্পে বলির পাঁঠার সাথে সুখীরামের কথোপকথন-

> *"বাব্বুস? কী হল রে তোর? ওইটুকুস হাঁড়িয়ে খেঁঞে*
> *ইতত বড় কথা বুলছ কেনে? ইটা ত একটা খুব ছুট*
> *কথা গো – বাঁইচব। মরা বাঁচা হামি কী জানি? উসব*
> *ভগবানের হাতে।"* ৩৯

এইভাবে লোকসংস্কৃতির নানা দিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নিপুণ তুলিকায় সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

মোটকথা, আমরা গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করে যা পেলাম, তা সূত্রাকারে নিম্নরূপ –

১। স্বপ্নময় চক্রবর্তী আঞ্চলিক গল্পকার নন, অথচ সত্তর দশক পরবর্তী সময়ের চরিত্রের অস্তিত্ব সংকট তুলে ধরতে গিয়ে যেভাবে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে সুকৌশলে তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

২। তাঁর বেশকিছু গল্পে দেব-দেবীর স্তবগান রয়েছে, যা পাঠকমনে কৌতূহলের সৃষ্টি করবে। লোক দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক ছোট ছোট গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩। বিভিন্ন ছড়া, প্যারোডির ব্যবহার রয়েছে তাঁর বেশকিছু ছোটগল্পে। ঝুমুর, টুসু ও অন্যান্য লোকগানেরও পরিচয় পাওয়া গেছে।

৪। ডাকিনি বিদ্যা, বশীকরণ, তাবিজ ধারণ ইত্যাদি লোকবিশ্বাসের উপাদান রয়েছে।

৫। স্বপ্নময়ের নিজস্ব সৃষ্ট অধিকাংশ প্রবচন ও ছড়া এবং আধুনিক কবিতার উল্লেখ রয়েছে।

৬। গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে রয়েছে নূতনত্ব, চরিত্র নির্মাণে লোকভাষার ব্যবহার সুন্দর হয়েছে।

সর্বশেষে বলতে পারি সময় ও সমাজের দরবারে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে লোকজ উপাদানের ব্যবহার বিশেষের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' ,পুস্তক বিপণী, কুমকুম মাহিন্দার, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, সপ্তম পুনর্মুদ্রন, অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ১

২. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', ঐ, পৃ. ১

৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৩৫১

৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১১, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ৩৭

৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু', অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা -৯, অনুষ্টুপ, সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৪০

৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু', ঐ, পৃ. ৪৩

৭. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, ২১/১০৭ রাজা মনীন্দ্র রোড, কোলকাতা-৭০০০৩৭, তৃতীয় পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৫৩৫

৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু', অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা -৯, অনুষ্টুপ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪৬

৯. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, ২১/১০৭ রাজা মনীন্দ্র রোড, কোলকাতা-৭০০০৩৭, তৃতীয় পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬,

পৃ. ৫৪৭

১০. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু', অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা -৯, অনুষ্টুপ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৯

১১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ২৭

১২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৩১

১৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৩৩

১৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৩৪

১৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প',আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ২৮

১৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প',আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৩৪

১৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প',আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৩৪

১৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৩৪৯

১৯. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ২৫৭

২০. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ২৫২

২১. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, ২১/১০৭ রাজা মনীন্দ্র রোড, কোলকাতা-৭০০০৩৭, তৃতীয় পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৫৭

২২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু', অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা -৯, অনুষ্টুপ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৫

২৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু', অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা -৯, অনুষ্টুপ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৫

২৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৩, মাঘ ১৪০৯,পুনর্মুদ্রন, জুন ২০১৭,জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, পৃ. ১৪৬

২৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প',দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তক মেলা, ২০০৩, মাঘ ১৪০৯, পুনর্মুদ্রন, জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, পৃ. ৭৮

২৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১১, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ৫৪

২৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১১, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ৪৩

২৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৬৫

২৯. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প',দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তক মেলা, ২০০৩, মাঘ ১৪০৯, পুনর্মুদ্রন, জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, পৃ. ১১১

৩০. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প',দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৩,মাঘ, ১৪০৯,পুনর্মুদ্রন, জুন ২০১৭,জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, পৃ. ১৫৬

৩১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ১

৩২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ১

৩৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১১, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ৫৫

৩৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ১০৯

৩৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৪০৭

৩৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৩, মাঘ ১৪০৯, পুনর্মুদ্রন, জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, পৃ. ১৬৪

৩৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প',দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৩, মাঘ ১৪০৯, পুনর্মুদ্রন, জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, পৃ. ৭৮

৩৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৩, মাঘ ১৪০৯, পুনর্মুদ্রন, জুন, ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, পৃ. ৮৩

৩৯. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৩৪